الخطيب: فضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي/حفظه الله
موضوع الخطبة: خطبة عيد الفطر
لغة الترجمة: البنغالية
المترجم: عبد الرحمن بن لطف الحق
الإيميل: rashidlutful@gmail.com
https://t.me/raidraif

খুতবার বিষয়ঃ ঈদুল ফিতরের খুতবা

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن مُحمَّدا عبده ورسوله.

أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

১- আল্লাহর বান্দাগণ, আল্লাহকে সেইভাবে ভয় কর যেভাবে ভয় করা উচিত। এবং ইসলামের সবচেয়ে বিশ্বস্ত হ দৃঢ়তর লজ্জুকে আঁকড়ে ধর, এবং মাসটি পূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর প্রশংসা কর, কারণ এটি হল, আল্লাহর পক্ষ থেকে, বিরাট অবদান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (আর যাতে

তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)।

তাই আমরা এখন সংখ্যা পূর্ণ করেছি, আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করেছি। এখন শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইবাদত বাকী রয়েছে।

২- হে মুসলমানগণ, আল্লাহ কতই না সত্য বলেছেন, যখন তিনি বলেছেন: (গোনা কয়েক দিন), সেই দিনগুলি কত দ্রুত কেটে গেছে এবং চলে গেছে। আপনি কি অনুভব করেছেন সেগুলি কত দ্রুত চলে গেল?

৩- হে ঈমানদারগণ, তোমাদের অভিনন্দন, তোমরা এ মাসে রোযা রেখেছ। তোমাদের অভিনন্দন, তোমরা এর রাতে কিয়াম করেছ। তোমাদের জন্য অভিনন্দন, কারণ তোমরা এর শেষভাগে পৌঁছেছ। সেই সময় কিছু লোক এমন আছেন মারা গেছেছেন এবং তা পালন করতে সক্ষম হয়নি। আমরা আল্লাহর এ নি'আমাতের কি শুকরিয়া আদায় করব না?

৪- হে মুসলমানগণ, তোমাদের এই আনন্দের জন্য অভিনন্দন, যেখানে ইসলামের একটি স্তম্ভ পালনের শেষে আমাদের উৎসব আসে, যা হল রমজানের রোজা। এবং তোমরা এই উৎসবে আল্লাহর মহিমা ও একত্বাদের ঘোষণা কর, এবং তাঁর বড়ত্ব স্বীকার কর। এতে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের নেকী বৃদ্ধি পেয়েছে, পাপ মোচন করা হয়েছে, এবং তোমাদের পদমর্যাদা বাড়ানো হয়েছে।

৫- আল্লাহর বান্দাগণ! এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহর হিকমত ও রহস্য যে, তিনি দুটি মহান উপলক্ষের পরে আমাদের জন্য দুটি উৎসব নির্ধারণ করেছেন। আমাদের রোজা শেষ করার পর ঈদুল ফিতর, এবং হজ সমাপ্ত করার পর ঈদুল আযহা আসে। তাই আমাদের উৎসবগুলো হলো ধর্ম পালন ও ইবাদাত, নামাজ ও তাকবীর, আত্মার পরিশুদ্ধি ও যাকাত ফিতর, আনন্দ ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, সাক্ষাৎ ও ভালোবাসা। অতীতকে ক্ষমা করা, সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা এবং ক্ষোভ ও শত্রুতা ভুলে যাওয়ান। তাই যাদের মধ্যে শত্রুতা বা সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তাদের জন্য ঈদের সময়কে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

৬- হে বিশ্বাসীগণ, এই আনন্দের জন্য তোমাদের অভিনন্দন, যার মধ্যে আমাদের উৎসব আসে। এবং এটি অন্যদের উৎসবের মতো নয়, মুশরিক ও গোমরাহ লোকদের মত, যাদের উৎসব কেবল তাদের পাপ এবং আল্লাহ থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি করে।

আল্লাহর বান্দারা: এই রহমতগুলিতে আনন্দ উপভোগ করুন, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন (বলুন: আল্লাহর কৃপা ও রহমতেই তা হয়েছে। সুতরাং এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত), এবং আল্লাহর কাছে আরো বেশির প্রার্থনা করুন।

৭- হে মুসলমানগণ, এই দিনে নিজেকে সুন্দর ও সুসজ্জিত কর এবং সুগন্ধি ব্যবহার কর। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি আহলে ইলমদের হতে শুনেছি, তারা প্রতি ঈদে সুগন্ধি

ব্যবহার ও সাজসজ্জাকে মুস্তাহাব মনে করতেন(1)।

৮- হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ঘর ও হৃদয় খুলে দাও, রমযানের ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য একে অপরের জন্য দোয়া কর এবং একে অপরকে অভিনন্দন জানাও, যেমন সাহাবীগণ একে অপরকে বলতেন, "তাকাবাল্লাল্লাহু মিন্না ও মিনকা", অর্থাৎ, আল্লাহ আমার ও আপনার ইবাদত কবুল করুন।

৯- হে মুসলমানগণ, যা অতিবাহিত হয়েছে তা মাফ করে দেওয়া সর্বোত্তম ইবাদতের একটি এবং আল্লাহ এর জন্য সীমাহীন পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে)। এখানে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্ত তা নির্দিষ্ট করেননি, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি মহান পুরস্কার।

হে ঈমানদারগণ, আত্মাকে সংস্কার ও পরিশুদ্ধ করা সর্বোত্তম ইবাদতের একটি এবং এর জন্য আল্লাহ সফলতা নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে)।

আল্লাহর বান্দারা, ঈদের আনন্দ যেটা বাড়িয়ে দেয় তা হল সামাজিক সম্পর্ক সংস্কার করা, তাদের শক্তিশালী করা এবং আত্মাতে পুরো বছরে যা বিদ্বেষ ও শত্রুতা জড়িত ছিল তা থেকে আত্মাকে ধুয়ে ফেলা। তাই অভিনন্দন যারা ঈদের এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে একটি বিচ্ছিন্ন দম্পতির মধ্যে পুনর্মিলন করে এবং দুটি পৃথক হৃদয়কে একত্রিত করে। ফলে সে ব্যক্তি সেই পরিবারের শিশুদের সুখ পুনরুদ্ধারের মাধ্যম হয়, অথবা রক্ত মাফ করা, বা ঋণ বাদ দেওয়া, বা আত্মীয়দের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন দূর করার কারণ হয়।

হে আল্লাহ্! তুমি এ মাস পূর্ণ করার ও ঈদে উপনীত হওয়ার যে নি'আমাত দান করেছ তার জন্য তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। হে আল্লাহ! তোমার আনুগত্য করার জন্য আমাদেরকে সাহায্য কর, হে আল্লাহ্, আমাদের তোমার ভালোবাসা এবং যে আমল তোমার নৈকট্য লাভের কারণ সে আমলের প্রতি ভালবাসা দান কর।

এটিই আমার বক্তব্য। এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

---

(1) শারহুল বুখারী লি ইবনে রাজাব (৬/৬৮)।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।

১০- হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা জেনে রাখ- আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন- সবচেয়ে বড় খুশি হচ্ছে যখন আমরা নেক আমল নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করব। যেদিন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবেন, (হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে, "লাব্বাইকা রব্বানা ওয়া সাদাইকা" (হে প্রভু! আমরা উপস্থিত)। তিনি বলবেন, তোমরা কি খুশি হয়েছো? তারা বলবে, আমরা কেন খুশি হবো না? আপনি তো আমাদেরকে ঐ সমস্ত জিনিস প্রদান করেছেন যা আপনার আর কোন সৃষ্টিকেই দেননি। তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম জিনিস প্রদান করবো। তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম জিনিস আর কি আছে? তিনি বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার চির সন্তুষ্টি বর্ষণ করছি, এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না) [1]।

১১- হে মুমিনগণ, রামাযান হল পথ সংশোধন করার এবং ধারাবাহিকতার পথে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে মজবুত করার একটি সুযোগ, তাই আসুন আমরা ইবাদত চালিয়ে যাই, যেহেতু ইবাদত রমজান শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয় না, বরং শেষ হয় মৃত্যুর সাথে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, (তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত করতে থাক)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (আল্লাহর কাছে এমন 'আমাল সবচেয়ে প্রিয় যা কম হলেও স্থায়ীভাবে করা হয়) [2]।

হে মুসলমানগণ, রমজানের পর সৎকাজ চালিয়ে যাওয়া আল্লাহর তাওফীক ও আমল কবুলের অন্যতম লক্ষণ। আমলকেকে মৌসুমে সীমাবদ্ধ রাখা এটি জ্ঞান ও তাওফীকের অভাব। রমযানের যিনি পালনকর্তা, তিনি সকল মাসের পালনকর্তা।

এক সালাফকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যারা রমজানে ইবাদত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং অন্য সময়ে তা ত্যাগ করে? তিনি বলেছিলেন: এটা দুর্ভাগ্যজনক! মানুষ রমজান ছাড়া আল্লাহকে চেনে না।

হে ঈমানদারগণ, একজন মুসলমানের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর মধ্যে একটি হলো সে যেন আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর আনুগত্য হচ্ছে ইবাদতে অটলতা ও স্থায়ীভাবে ইবাদত করা। আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন যাদের আনুগত্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

([1]) বুখারী (৬৫৪৯), মুসলিম (২৮২৯), আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে।

([2]) বুখারী (৫৮৬১), আয়িশা রাঃ হতে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, (নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহেক অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান)।

১২- আল্লাহর বান্দারা, রমযানের রোযা রাখার পর শাওয়ালের ছয় দিন রোজা রাখা একটি মুস্তাহাব সুন্নত এবং এতে বহু সওয়াব রয়েছে। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রমযান মাসের রোযা পালন করে পরে শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা পালন করা সারা বছর সওম পালন করার মত(1)।

শাওয়ালের ছয় দিনের রোজা রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ হিকমত হল রমজানের ফরজ রোজায় যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল তা পূরণ করা, যেহেতু রোজাদার এমন কোনও ত্রুটি বা পাপ থেকে মুক্ত নয় যা ফরজ রোজাকে প্রভাবিত করে, তাই এই নফল রোযা পালনের মাধ্যমে সেই ঘাটতি পূরণ হবে।

এই দশটি করণীয় যা একজন মুসলমানের ঈদুল ফিতরের সময় মনে রাখা উচিত, যাতে তার উৎসব একটি ইবাদতে পরিণত হয়, অভ্যাসে নয়।

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعل الجنة مثوانا والفردوس مأوانا، وأدخلك الجنة بلا حساب ولا عذاب ياكريم يا وهاب، اللهم اعتقنا من النار، وأخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذب مغفور، وعمل مبرور، وسعي متقبل مشكور، اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل عيدنا سعيدا، وعيشنا رغيدا، واخلف علينا مواسم الطاعات والبركات ونحن والمسلمون في صحة وعافية وأمن، اللهم ثبتنا على الأعمال الصالحة بعد رمضان، واجعلنا من القانتين، اللهم صل على مُحَّد وعلى آل مُحَّد سبحان ربنا رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، الحمد للهِ رَبِّ العالمين.

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাদের গুনাহ এবং আমাদের কাজে বাড়াবাড়ি মাফ করুন, হে আল্লাহ, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন, হে আল্লাহ, জান্নাতকে আমাদের আবাস এবং ফিরদৌসকে আমাদের বাসস্থান করুন এবং বিচার বা শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করুন। হে কারীম, হে ওয়াহাব।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও এবং আমাদের গুনাহ করে দিয়ে সেই

(1) বুখারী (৬৫৪৯), মুসলিম (১১৬৪), আবু আয়্যুব আনসারী রাঃ হতে।

দিনের মত নিষ্পাপ করে দাও যেদিন আমাদের মায়েরা আমাদের জন্ম দিয়েছিলেন।

হে আল্লাহ, এই সমাবেশকে গোনাহ মাফ করা ও আমল গৃহীত হওয়া ছাড়া আলাদা করবেন না। হে আল্লাহ, আমাদের এই দেশকে এবং অন্যান্য সমস্ত মুসলিম দেশকে নিরাপদ ও সমৃদ্ধশালী করুন। হে আল্লাহ, আমাদের ঈদ আনন্দময় এবং আমাদের জীবন সমৃদ্ধ করুন। আমাদের জন্য আনুগত্য ও বরকতের মৌসুম আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসুন আর আমরা মুসলমানরা যেন সুস্থতা ও নিরাপত্তায় থাকি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে রমজানের পর নেক আমলে অবিচল রাখুন এবং আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী।আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য [(1)]।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের শাওয়াল মাসের ১তারীখে।

([1]) বুখারী (২০২৪), মুসলিম (১১৭৪), শব্দটি তারই।